|  |
| --- |
| **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** বিশ্বায়ন ও প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত বাজার অর্থনীতির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বিশ্ব বাণিজ্যে প্রতিনিয়ত ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল ও বর্হিমুখী করে তোলা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি। তাই সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের ব্যবস্থা করা, দারিদ্র্যের হার বর্তমান স্তর থেকে অর্ধেকে নামিয়ে আনা। এক্ষেত্রে নারী- পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে এনে নারীদের বাণিজ্য কর্মকাণ্ডে অধিকতর সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কোভিড পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণকেও ম্লান করে দিয়েছে যা থেকে বেরিয়ে আসতে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে অধিকতর সম্পৃক্ত করার জন্য নীতিকৌশল গ্রহণে এ মন্ত্রণালয় বদ্ধ পরিকর।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট:**

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সহজীকরণ, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য সেবাখাতে যে বিশেষ সুবিধা ঘোষণা করা হয়েছে তার আওতায় ২৫টি দেশ ইতোমধ্যে বাংলাদেশকে তাদের সেবাখাতে Preferential Market Access ঘোষণা করেছে। এর ফলে বাংলাদেশের সেবাখাতে রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশের পণ্য বিশ্ববাজারে তুলে ধরার জন্য পণ্য বহুমুখীকরণ ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় বাংলাদেশকে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। এসব মেলায় অংশগ্রহণসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যে নারী প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় নারীদের অংশগ্রহণের জন্য আর্থিক প্যাকেজ প্রদান করা হয় এবং স্বল্প ভাড়ায় স্টল বরাদ্দ প্রদান করা হয়। চা বাগানে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিক নারী এবং চা শিল্পের বিকাশের জন্য নারী ব্যবসায়ীদের চা চাষ, উৎপাদন, রপ্তানি এবং গবেষণার সকল বিষয়াদিতে এ মন্ত্রণালয় সহায়তা প্রদান করে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা, ২০১৮ এ বর্ণিত কর্মপরিকল্পনায় ডিজিটাল কমার্স সম্প্রসারণে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ডিজিটাল কমার্সে নারীর অন্তর্ভুক্তি সহজ হবে এবং নারীর কর্মসংস্থানের পথ সুগম হবে। রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪ এ নারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী শিল্পের সাথে কার্যকর সংযোগ ঘটানো, তথ্য-প্রযুক্তি এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট দক্ষতা উন্নয়ন, ই-কমার্সে অংশগ্রহণে প্রশিক্ষণ প্রদান, সহজ শর্তে স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান, সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে বিশেষ ও অগ্রাধিকারমূলক ঋণ সুবিধা প্রদান ইত্যাদি বিবৃত করা হয়েছে।

**3.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

* **ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ:** বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুন ব্যবসা-শিল্প স্থাপন-পরিচালনার সহজতর হলে এ ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে নারী উন্নয়নের সার্বিক গতি আরো বেগবান হবে। যার ফলে দেশের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হবে।
* **নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং পণ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা:** দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা গেলে এর প্রভাব নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রতিফলিত হবে।
* **বাংলাদেশী পণ্যের নতুন বাজার সৃষ্টি:** বাংলাদেশের রপ্তানির প্রধান উৎস তৈরি পোশাক শিল্প খাত। এ খাতে কর্মরতদের ৬৫% নারী। রপ্তানি বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় এ শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে এবং এর ফলে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে দেশের ব্যবসার গতি আরও বেগবান হবে।
* **ভোক্তা সাধারণের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ:** দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য সামগ্রীর ক্রেতা-ভোক্তার অর্ধেক নারী। ভোক্তা সাধারণের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হলে এর প্রভাব নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রতিফলিত হবে।

**4.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| ক্রমিক নং | অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ | নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) |
| --- | --- | --- |
| **১.** | জাতীয় রপ্তানির বহুমুখীকরণসহ রপ্তানির পরিমাণও আয় বৃদ্ধি | বর্তমানে রপ্তানিমুখী ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প পরিচালনায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানিমুখী নতুন ব্যবসা শিল্প স্থাপন পরিচালনা সহজতর হলে এক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে নারী উন্নয়নের সার্বিক গতি বেগবান হবে। |
| **২.** | **নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ভোক্তা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সীমিত রাখা** | দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারী। আমাদের পারিবারিক জীবনে পুরুষের চেয়ে নারীদের অনেক বেশি দায়িত্ব পালন করতে হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা গেলে এর প্রভাব নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রতিফলিত হবে। |
| **৩.** | ভোক্তা সাধারণের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ | দেশের ভোক্তা সাধারণের প্রায় অর্ধেক নারী। পণ্যের মান, অত্যধিক মূল্য ইত্যাদির কারণে যাতে ভোক্তা সাধারণ ক্ষতির সম্মুখীন না হয় তা নিশ্চিত করা গেলে এর প্রভাব নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রতিফলিত হবে। |
| **৪.** | ব্যবসায় ব্যয় হ্রাসসহ ব্যবসা-শিল্প প্রসারের উপযোগী উন্মুক্ত ও সাম্যভিত্তিক প্রতিযোগিতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠাকরণ | ব্যবসা-শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা সহজতর হলে এ ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আরো বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে নারী উন্নয়নের সার্বিক গতি বেগবান হবে। |

**5.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**5.১**  **মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত মহিলা ও পুরুষ পরিসংখ্যান**

| **দপ্তর** | **কর্মকর্তা (%)** | **কর্মচারি (%)** |
| --- | --- | --- |
| **২০২1-22** | **২০22-২3** | **২০২1-22** | **২০22-২3** |
| **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** |
| সচিবালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় | 69 | 31 |  |  | 75 | 25 |  |  |
| আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর | 89 | 11 |  |  | 89 | 11 |  |  |
| যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর | 79 | 21 |  |  | 85 | 15 |  |  |
| জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর | 75 | 25 |  |  | 81 | 19 |  |  |
| ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ | 89 | 11 |  |  | 87 | 13 |  |  |
| রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো | 82 | 18 |  |  | 87 | 13 |  |  |
| বাংলাদেশ চা বোর্ড | 90 | 10 |  |  | 91 | 9 |  |  |
| বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন | 86 | 14 |  |  | 91 | 9 |  |  |
| বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন | 93 | 07 |  |  | 72 | 28 |  |  |

**5.২** **মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রমিক নং** | **কার্যক্রম/প্রকল্প** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-22** | **২০22-২3** |
| **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **পুরুষ** |
|  | সাধারণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম | জন প্রতি | ৬১ | ১৭৬ | ৬৬ | ১৭৪ |  |  |
|  | ই-বাণিজ্য করবো নিজের ব্যবসা গড়বো (প্রকল্প) | জন প্রতি | ৪৮৪৯ | ০ | ৫৬২৫ | ০ |  |  |

**5.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**6.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**6.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতি :**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১ | নারী ব্যবসায়ীগণকে রপ্তানি মেলায় অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য মোট দোকানের ক্যাটাগরী অনুযায়ী ২০ ভাগ পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখা এবং বিনা ভাড়ায় দোকান বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে; | দেশীয় রপ্তানি মেলায় অংশগ্রহণে জয়িতা ফাউন্ডেশন এর ফি ৫০% মওকুফ করা হয়। বহির্বিশ্বে বাণিজ্য মেলায় নারী উদ্যোক্তাদের মেলায় অংশগ্রহণের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। |
| ২ | আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কোটা বাড়ানো যেতে পারে এবং বিনাভাড়ায় স্টল বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে; | আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় নারীদের অংশগ্রহণের জন্য আর্থিক প্যাকেজ প্রদান করা হয় এবং স্বল্প ভাড়ায় স্টল বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। |
| ৩ | বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে নারী ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাদের অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে | বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি দলে ২০% নারী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করা হচ্ছে। |

**6.2 মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:** বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প পরিচালনায় নারীর অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ২০১৮ সালে **বিদ্যমান** ৮টি উইমেন চেম্বার থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৮টি উইমেন চেম্বারকে বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ব্যবসায় শিক্ষাঙ্গনেও নারীদের পদচারণা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইনিস্টটিউট অব কস্ট ম্যানেজমেন্ট, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারীজ অব বাংলাদেশ এ ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের রপ্তানির প্রধান উৎস তৈরি পোশাক শিল্প খাত। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা এবং বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় নারী উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে অবদান রাখছে।

**6.3 নারী উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচি/প্রকল্প পর্যালোচনা:** “Bangladesh Regional Connectivity Project-1: MoC Component” **শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় নিয়োজিত কর্মকর্তাসহ নারী উদ্যোক্তাদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং ডব্লিউটিও সম্পর্কিত বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তার উদ্দেশ্যে পাইলটিং কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ (আইসিটি, কাট ফ্লাওয়ার) এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনার পরিচালনা করা হচ্ছে।**

**“ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো" প্রকল্পের আওতায় সমগ্র দেশে মোট ৭,৪০০ জন নারীকে ই-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরি করার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকাতে ১,৩৫০ জন, চট্টগ্রামে ৯৫০ জন, খুলনাতে ৮০০ জন, রাজশাহীতে ৭৭৫ জন, রংপুরে ৪৫০ জন, ময়মনসিংহে ৮৫০ জন, সিলেটে ১০০ জন এবং বরিশালে ৩৫০ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের ই-বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান করা এবং নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব সমস্যা নিরসনে নারীদেরকে দক্ষ উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলা, আইসিটি প্রযুক্তির প্রায়োগিক ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলা, ই-বাণিজ্য এর মাধ্যমে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জাতীয় প্রক্রিয়ায় বেকার নারী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার উপযোগী করে তোলা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মহিলাদের মধ্যে যারা সফলভাবে উদ্যোক্তা হিসাবে কাজ করবে তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।**

“Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry-III (PSES-III)” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আরএমজি সেক্টরে কর্মরত নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মাতৃদুগ্ধ প্রদানের জন্য পৃথক জায়গা নির্ধারণ, সুস্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, নামাজ ও বিশ্রামের জন্য পৃথক স্থানের ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রকল্প সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৭০ ভাগ নারী কর্মীদের কাজের সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে**।**

“Economic Opportunities and Sexual and Reproductive Health and Rights-A Pathway to Empowering Girls and Women in Bangladesh” প্রকল্পটি ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যার শতভাগ **সুবিধাভোগী হচ্ছে নারী। দেশে ও আন্তর্জাতিক বাজারে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য সার্বিক সহায়তা প্রদান এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও, “এগ্রিবিজনেস ফর ট্রেড কম্পিটিটিভনেস (**ATCP**)” শীর্ষক প্রকল্পে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে**।

**6.৪ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমে নারীর উন্নত জীবনযাপনের সাফল্যগাঁথা:**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2022-05-25 at 4.45.36 AM.jpeg | C:\Users\User\Desktop\Class\2nd term syllebus\munni\udbodhon.jpeg |
| নিজে স্বাবলম্বী হয়ে অন্য নারীদের স্বাবলম্বী করতে উদ্যোক্তা হয়েছেন মুন্নি আক্তার রাজশাহীর কাটাখালি পৌরসভার দেওয়ান পাড়ার আলহাজ্ব শমসের মোল্লা এবং মোসা: ফিরোজা বেগম-এর মেয়ে মুন্নি আক্তার। ছোটবেলা থেকেই আঁকা-আঁকি ও ডিজাইন প্রিয় ছিল। কিন্তু এ বিষয়ের উপর পড়ালেখা করার সুযোগ হয়নি। তথাপিও এ বিষয়ে আগ্রহ থাকায় ২০১৭ সালে মনোবিজ্ঞান থেকে মাস্টার্স শেষ করে রাজশাহী মহিলা টিটিসি থেকে ব্লক-বাটিক ট্রেনিং নিয়ে খুব স্বল্প মূলধনে গড়ে তোলেন তার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান ‘মাহি বুটিক হাউস’। কিন্তু ব্যবসা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা না থাকায় শুরুতে খুব ছোট পরিসরে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের মধ্যে তার পণ্যগুলো বিক্রি করতেন।এমন-ই এক সময়ে তিনি সরকারি অর্থায়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডাব্লিওটিও সেল এর পরিচালিত **“ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো”** প্রকল্পের আওতায় ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ এর সুযোগ পেয়ে যান। ১১ দিন ব্যাপী ই-কমার্স বিষয়ে ব্যবসার পলিসি, মার্কেটিং, কাস্টমার ম্যানেজমেন্টসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ৬৩টি মডিউলের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। যা তার ব্যবসার পরিধি বাড়াতে সাহস জুগিয়েছে। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেই তিনি নিজের ব্যবসা থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে শুরু করেন তার নতুন যাত্রা। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকে “মাহি বুটিক হাউস” নামে পেজ খুলেন, সেখান থেকে তিনি সারাদেশে মাহি বুটিকের পণ্য বিপণন শুরু করেন। বর্তমানে অনলাইন ও অফলাইন দুটো মাধ্যমেই ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন মুন্নি আক্তার। এখন তার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক প্রায় ২০ জনের অধীক নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। বর্তমানে ই-কর্মাস এর মাধ্যমে অনলাইনে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আমেরিকা ও ভারতের উদ্যোক্তা এবং গ্রাহকদের পণ্য সরবরাহ করেছেন২০২১ সালে রাজশাহীর বিসিক শিল্পাঞ্চলের বড় মঠপুকুর এলাকায় ‘বিসিক ঐক্য উদ্যোক্তা মেলা ২০২১'-এ অংশ নিয়ে নন্দন সাহিত্য একাডেমি থেকে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে তার অবদান ও সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ ‘স্বাধীনতার ৫০ বছর সুবর্ণজয়ন্তী সম্মাননা ২০২১’-এ ভূষিত হয়েছেন মুন্নি আক্তার এবং জার্নালিস্ট সোসাইটি ফর হিউম্যান রাইটসের আয়োজনে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে বিশেষ অবদানের জন্য মুন্নি জিতে নেন **‘মাদার তেরেসা গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড-২০২১’**।দেশের ই-কমার্স ব্যবসার প্রসারে এবং তথ্য প্রযুক্তিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের আগ্রহী করে তাদের সক্ষমতা বাড়িয়ে একুশ শতকের উপযোগী করে গড়ে তুলতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডাব্লিওটিও সেলের পরিচালিত **“ই-বাণিজ্য করবো, নিজের ব্যবসা গড়বো”** প্রকল্পেপ্রশিক্ষণ এর সুযোগ পেয়ে মুন্নি আক্তার আজ সফল নারী উদ্যোক্তা। প্রকল্পের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।(সূত্র: ডাব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় |

**7.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে অনলাইন প্লাটফর্মে বিজনেস পরিচালনাকারী উদ্যোক্তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ঋণ প্রদানে অনিচ্ছুক। নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অপ্রতুলতা বিদ্যমান। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী উদ্যোক্তাদের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের অনীহা এবং দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। নতুন ব্যবসা উন্মুক্তকরণের পথে নারী উদ্যোক্তাদের পারিবারিক সংস্কার ও সংস্কৃতির পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় ব্যবসা ক্ষেত্রে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হন।

**8.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* রপ্তানির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সুনির্দিষ্ট খাতের রপ্তানিকারকগণের অনুকূলে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এতে নারী উদ্দ্যোক্তাগণ ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহী হবে;
* নারী ব্যবসায়ীগণকে রপ্তানি মেলায় অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য মোট দোকানের ক্যাটাগরী অনুযায়ী ২০ ভাগ পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখা এবং বিনা ভাড়ায় দোকান বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে;
* আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য কোটা বাড়ানো যেতে পারে এবং বিনাভাড়ায় স্টল বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে;
* বর্তমানে চা বাগানে নিয়োজিত শতকরা ৬৫ ভাগই নারী শ্রমিক এবং চায়ের পাতা সংগ্রহকারীদের শতভাগই মহিলা শ্রমিক। সুতরাং বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক তাদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারে;
* প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা নারীগণের ব্যবস্থাপনা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
* বিদ্যমান জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০১৩ অনুযায়ী নারী উদ্যোক্তা/ রপ্তানিকারকগণকে রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে প্রতিবছর একটি করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রদানের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালা-২০১৩ এ ধরনের কোন সুযোগ নেই। সিআইপি (রপ্তানি) নীতিমালায় এ সংক্রান্ত বিধান অর্ন্তভূক্ত করা যেতে পারে;
* নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রতিটি জেলায় উইমেন চেম্বার অব কমার্স গঠন এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ/বিশেষ তহবিল গঠন করা যেতে পারে;
* বিদেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানে সফল নারী ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাদের অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে; এবং
* পোশাক শিল্প খাতে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ অধিকতর নারী বান্ধব করার বিষয়ে বিজেএমইএ, বিকেএমইএ কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।